Vol. 31 | No. 1 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

যুগ-পুরুষ চাঁদ সদাগর

Volume	31
Issue	1
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জয়া সেনগুপ্তা
Published online	October 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v31i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i1.2
Pages	38-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

যুগ-পুরুষ চাঁদ সদাগর

জয়া সেনগুপ্তা

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে তাঁর পূর্বেকার কবি কাণা হরিদত্তের মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও এ-গ্রন্থটির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিজয়গুপ্তের লেখা পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাসের মনসাবিজয় গ্রন্থই প্রথম মনসামঙ্গল কাব্যের নিদর্শন যেখানে গ্রন্থের রচনাকালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলি মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূলে এ-গ্রন্থটির যে কাহিনী তথা চরিত্রগুলির কাঠামো পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পরবর্তীকালের কবিগণের গ্রন্থেও মোটামুটি সেই আদর্শই অক্ষুণ্ণ রয়েছে—সামান্য কিছু স্থানিক ও কালিক ব্যত্যয় ছাড়া। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের ছাপ কোন কোন মনসামঙ্গল-কাব্যে ক্ষণিকের জন্য ছায়াসম্পাত ঘটিয়েছে।

বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল' গ্রন্থ লেখা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল' কাব্যের সমকালীন রাজনৈতিক তথা সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর আবরণে এ-যুগের গণজীবনের ইতিহাস নেহাতই বঞ্চনা-ব্যর্থতা—সর্বোপরি হতাশার ইতিহাস। এ-যুগের নবাব-বাদশাহগণ নিজ ক্ষমতার অধিকার সংরক্ষণ তথা বিস্তারে যত্নবান, স্বাধিকারপ্রমত্ত সামন্তরাজগণ ব্যস্ত নিজ নিজ প্রভুতোষণে; গ্রামপ্রধান-গণ তৎপর রাজন্যবর্গের মনোরঞ্জনে; উদ্দেশ্য আত্মতুষ্টি; সমাজশাসক-গণ আত্মনিমগ্ন সমাজে নিজেদের প্রাধান্য চিরস্থায়ী কায়েমের প্রয়াসে। ক্ষমতা তথা অধিকারের লড়াইয়ে আত্মবিভোর তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের শাসকবর্গ; অন্যদিকে দৃকপাত করবার অবকাশ তাদের খুব কমই ছিল। বিজয়গুপ্ত উল্লেখিত কাব্যরচনাকাল অনুসারে বাংলায়

তখন হোসেনশাহী রাজত্বের শৈশবকাল। তাই ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্বাধীন সময় এবং হোসেনশাহী রাজত্বাধীন স্বল্প সময় বাদ দিলে 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল' কাব্যের পূর্ববর্তী মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি একই রকম; ক্ষমতার লোভ ও দুঃশাসনের নিপীড়নে অন্ধকার। আর এজন্যই উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের বিস্তৃত বিবরণ তথা উৎপাদিত দ্রব্যের সুলভতার বিভিন্ন প্রশংসাসিক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ থাকা সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়—স্বাধিকার-প্রমত্ত শাসককুলের অনবধানতায়—উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বন্টনের অভাবে, মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক মানুষ প্রাচুর্য ও বিলাসের ধারায় অবগাহন করলেও বাংলার বৃহত্তর গণজীবন ছিল একান্তভাবেই দারিদ্র্যের কষাঘাতক্লিষ্ট। অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায়, "বাংলার বৃহত্তর গণজীবন প্রাচুর্য্যের দেশেও ছিল বঞ্চনার বেদনায় পাণ্ডুর।"[১] র‍্যাল্‌ফ, ফিচ, বুকানন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের বিবরণে আমরা গণজীবনের এই দারিদ্র্যের উল্লেখ পাই। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা-নিরাপত্তা-বঞ্চিত হতাশাগ্রস্ত তৎকালীন গণমানস একান্তভাবেই বহির্বিশ্ববিচ্ছিন্ন—আত্মসচেতনতারহিত—দৈববিধানে বিশেষ বিশ্বাসী, পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, গণমানসের এই নিষ্ক্রিয়তা—আত্মঅচেতনতাই জন্ম দেয় রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক শক্তির অত্যাচার-স্বৈরাচারের। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি, দৈন্য-ক্লিষ্ট গণজীবনে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ রাজস্ব আদায়কারী রাজকর্মচারী-জায়গীরদারদের খাজনা আদায় সংক্রান্ত অবিচার-অত্যাচার। ইতিহাস বলছে, হিন্দুদের ওপর এই খাজনার বোঝা আরও বেশী। এ প্রসঙ্গে মরক্কোর অধিবাসী পর্যটক ইবনে বতুতার বক্তব্য স্মরণীয়: 'The lot of the Hindu population in Takhruddin's (1345–1346) time was not very enviable for 'they are mulcted' says Ibn Batuta, 'half of there crops' and 'have to havy taxes over and above that.'[২] ঐতিহাসিকের এ-মন্তব্য গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবেই সাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ উপ্ত হয়েছিল—যে সাম্প্রদায়িক অধিকারবোধের ইতিহাস বিধৃত আছে, 'রাজা গণেশের 'দনুজমর্দন' উপাধিধারণ করে রাজ্যশাসনের মাধ্যমে। দনুজমর্দন উপাধি প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মন্তব্য করেছেন: "দনুজমর্দন নামটি বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ; ইহার দ্বারা বিধর্মী প্রতিপক্ষদের দমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়।"[৩]

সাম্প্রদায়িক অসন্তুষ্টি সমাজজীবনেও তার কালো ছায়া ফেলেছে। নিজধর্মের প্রাণহীন বৈষম্য, অপরদিকে ইসলামের উদারতা-সাম্যবাদ-সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ অগণিত বঞ্চিত মানুষকে ইসলামের অনুসারী করেছে। বিজিত গণমানস সমাজজীবনেও বিজেতার এই বিজয় উদার-চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রতিরোধের নানা আয়োজন 'মেলবন্ধন---পতিতীকরণ' ব্যবস্থায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক এই ভেদবুদ্ধি কেবল ভিন্‌দেশী ইসলাম ও স্বদেশী হিন্দুধর্মের মধ্যেই সীমিত থাকেনি; এই বিভেদজ্ঞান বিরাজ করছিল একই দেশের বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্মের মধ্যেও, যার স্বাক্ষর রয়েছে বৃন্দাবন দাস লিখিত 'চৈতন্য ভাগবতে':

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া॥[৪]

এরই সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ, যা সর্বস্বহারা করেছে শ্যাম-বাংলার অযুত সমৃদ্ধ জীবনকে। নিরাপত্তারহিত-বিশ্বাসহীন-প্রেমহীন—সার্বিকভাবে পারস্পরিক সমঝোতাবিহীন সহাবস্থান স্বাভাবিকভাবেই গণমানসকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে; অন্য কোন জগতে তারা এর প্রতিকার কামনা করেছে।

সবার ওপরে ছিল একনায়কত্ববাদী ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। যে-সমাজে মানবতাবোধ—মনুষ্যত্বের পুরুষকারের স্বীকৃতি একান্ত-ভাবেই অনুপস্থিত; আচার-আচরণসর্বস্বতা যে-সমাজের জয়ধ্বজা। এই সমাজের স্বাধিকারসর্বস্ব শাসকেরা সদাসর্বদা দণ্ডদানে সাগ্রহ তৎপর। দণ্ডদানে দণ্ডিতের করুণ মুখচ্ছবি যাদের নয়নকে কখনই অশ্রুসজল করে না, হৃদয়কে করে না বিন্দুমাত্র প্রকম্পিত; সেই সমাজ-পতিদের বর্জন শুধুমাত্র নয়, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্কৃতি-দর্শন-ধর্মাচরণ, সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে গণমানস

এক উদার-মানবধর্মী-হৃদয়বান সমাজের কল্পনা করেছে প্রতিক্ষণ, মানসপটে অঙ্কিত করতে চেয়েছে বার বার একটি লৌহকঠিন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের—যে তাদের পেঁৗছে দেবে এক নব উষার পুণ্যলগ্নে, মানবধর্মী-হৃদয়বান উদার এক নতুন জীবনের উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে। বহু শতকের সেই কল্পিত বহুকাঙ্ক্ষিত—অগণিত হৃদয়ের অভিলষিত যুগপুরুষই চাঁদ সদাগর।

তৎকালীন সমাজের বৃহত্তর গণমানস যে নিষ্ঠুর শাসকসমাজের কাছে যুগে যুগে নিপীড়িত-লাঞ্ছিত হয়েছে, সেই শাসকসমাজেরই প্রতীক দেবী মনসা। সাধারণ মানুষ এই শাসকশক্তির বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে ক্ষুব্ধ হয়েছে, ক্রুদ্ধ হয়েছে, আক্রোশে-বিদ্রোহে সোচ্চার হতে চেয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সক্ষম হয়নি। কবি সেই অপ্রকাশিত ক্রোধ-অব্যক্ত ক্ষোভ—অনুচ্চারিত আক্রোশ তথা বিদ্রোহকে প্রতিফলিত করেছেন চাঁদ সদাগরের চরিত্রকল্পনায়। চাঁদ সদাগর তাই কোন একক পুরুষ নয়, কোন একক ব্যক্তিত্বও সে নয়;' Chandsadagar is an embodiment of social protest. "কারণ, তখন সমাজ সামন্তযুগের কঠিন নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই বন্ধনের জ্বালা তারই মধ্যে কখন অতি সংবেদনশীল চিত্তে অসহ্য হয়ে উঠত। তাঁরা সেদিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ, অচেতন বিদ্রোহী। তাঁদের সেই বিদ্রোহ তখনকার দিনে স্বাভাবিক-ভাবেই রূপ গ্রহণ করত ধর্মগত কোন আবরণের আড়ালে—তাতে-অনেক সময়ে বাস্তব রাজশক্তির কঠোর শাসন এড়িয়ে যাওয়া যেত, অনেক সময়ে শাসকশক্তির অত্যাচার সইতেও হত না।"[৫] বহুযুগের সমাজমানসের সঞ্চিত আক্রোশের, পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের ফলশ্রুতি কবিকল্পনা চাঁদ সদাগর। আর এই অপরাহত শক্তির বিরুদ্ধে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত বিদ্রোহের, পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বলেই এই যুগাকাঙ্ক্ষিত পুরুষটি ব্যক্তিত্বে অপরাজেয়, পৌরুষে অনমনীয়, সাহসে অনতিক্রম্য। কেননা, বহু শতকের অত্যাচারী শক্তিকে পরাহত করবার মানসশক্তির অব্যক্ত দুঃসাহসেই তার সৃষ্টি। সে ভাঙবে, তবু নত হ'বে না—তার সমগ্র চরিত্র এই পৌরুষদীপ্ত-তেজোময় ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন। এ-প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে: "বাংলার মধ্যযুগের অতীত অন্ধকারের মধ্যে কর্ণপাত করিয়া থাকিলে যে একটিমাত্র চরিত্রের পদশব্দ সর্বপ্রথম

শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই চাঁদ সদাগরের। যে যুগে দৈবানুগ্রহই জাতির জীবনে পরমপ্রসাদ বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই যুগে দৈবানুগ্রহকেই সকল প্রকারে উপেক্ষা করিয়া একমাত্র নিজের পুরুষকারের উপর এই চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার প্রতি প্রত্যেকের সুগভীর সহানুভূতি সর্বপ্রথম সঞ্চারিত হইয়াছিল।"৬

কিন্তু বহুযুগের সমাজমানসের আদর্শ পুরুষ হ'লেও চাঁদ সদাগর কর্তব্যবোধরহিত, বিবেকবুদ্ধিবর্জিত, স্নেহপ্রেমহীন কেবলই আদর্শের নিষ্প্রাণ বাস্তবরূপ নয়। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে চাঁদসদাগর স্বামী হিসেবে, পিতা হিসেবে, শ্বশুর হিসেবে এবং সর্বোপরি মাননীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে একান্তই কর্তব্যপরায়ণ-দায়িত্বসচেতন—হৃদয়বান পুরুষ। কিন্তু তার সকল কর্তব্যবোধ-দায়িত্বজ্ঞান-বিবেকবুদ্ধি-প্রেম-দয়া-মায়া-বাৎসল্য-সখ্য সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সমাজমানসের যে-প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, অত্যাচারী শক্তিকে পদানত করবার একান্ত প্রয়াস, তার প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা রেখেই।

চাঁদ সদাগরকে পদানত করে মানসাকর্তৃক নিজের ক্ষমতার রাজ্য অধিকার করবার আপ্রাণ প্রয়াসই মনসামঙ্গলের কাহিনী। মনসা প্রথমে কৌশলে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছে। মহাদেবকে দিয়ে মহাদেবগত-প্রাণ চাঁদের আনুগত্য কামনা করেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে মনসার নাম চাঁদ সদাগরের শ্রবণে প্রবেশ করেছে, বিক্ষুব্ধ সমাজমানসের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর আক্রোশে-আস্ফালনে ফেটে পড়েছে:

লাজ নাই পদ্মার এমত বোলে বাণী।
শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপাণি॥
স্বামীএ ছাড়িল যাকে দেখি অনাচার।
হেন জনা পূজিবার ইচ্ছা আছে কার॥৭

তৎকালীন শাসকশক্তির প্রতীক মনসাও নিরস্ত নয়। সে চাঁদ সদাগরকে নির্ধন ও নির্বংশ করবার চরম ভীতির বাণী উচ্চারণ করে তাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু অপরাজেয় পৌরুষ, নির্ভীক ব্যক্তিত্বের অধিকারী চাঁদ সদাগর বিন্দুমাত্র ভীত হয়নি। সে নির্ভয়চিত্তে, শঙ্কাহীন কণ্ঠে জানিয়েছে, নিজে শুধু নয়, সমগ্র সমাজে মনসাপূজা রহিত করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ:

চান্দোএ বোল্লেন বাণী　　সহায় শূলপাণি
কি ভয় তোর অঙ্গীকারে।
প্রতিজ্ঞা শুনহ মোর　　সংসারের মধ্যে তোর
নাই দিব পূজা করিবারে।।[৮]

কেবল ক্রোধের বশে দৃপ্ত বাক্য উচ্চারণ নয়, চাঁদ সদাগর সমগ্র সত্তা দিয়ে তার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তাই গৃহে প্রত্যাগত চাঁদসদাগর সনকার কাছে মনসাপূজার কথা শুনে সনকার প্রতি ভৎর্সনায় মুখর হয়েছে। মনসার প্রতি বিরূপ বাক্যে সোচ্চার হ'য়েই ক্ষান্ত হয়নি, নির্দয়-নিষ্ঠুর-ভীষণ হ'য়ে হেমতালের বাড়িতে মনসার কাঁকালি ভেঙে দিয়েছে:

ঘটের নিকটে চান্দ উত্তরিল গিয়া।
মারিল ঘটেতে বাড়ি শক্তি নিক্ষেপিয়া।।
o　　o　　o　　o
দুঃখ পেয়ে পদ্মাবতী ব্যথায় আকুলি।
চান্দের বাড়ীর চোটে ভাঙ্গিল কাঁকালি।।[৯]

শিবপ্রদত্ত মহাজ্ঞানের বলে বলীয়ান চাঁদ সদাগর। এই মহাজ্ঞানের বলে সে মৃত পুনরুজ্জীবিত, বিষাক্তকে নির্বিষ করতে সক্ষম। মহাজ্ঞানের অধিকারী চাঁদ সদাগরের সঙ্গে শত্রুতায় মনসা পরাভূতা। তাই, ছলনাময়ী মনসা সনকার ভগ্নীর ছদ্মবেশে চাঁদ সদাগরকে কামমোহিত করে মহাজ্ঞান হরণ করেছে। মহাজ্ঞান হারানো অর্থাৎ পরমশক্তি হারিয়ে শক্তিহীন হওয়া। পরমশক্তিকে হারিয়ে চাঁদ সদাগর দুঃখিত হয়েছে—কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। বরং অজেয় চাঁদ সদাগর মহাজ্ঞান হারাবার শোকে নয়, প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হবার অগৌরবে হতপ্রভ। শুধু তাই নয়, ঘৃণিত প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভুলবশত হলেও সামান্যতম আপোষের জন্য অনুতপ্ত। পাপমোচনের জন্য সে বিভিন্ন দান করেছে, এমন কি, উপবাসে-অনাহারে থেকে সুকঠোর প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হয়েছে:

মহাজ্ঞান হারি মোর তোর এত রঙ্গ।
শতজ্ঞান গেলে চান্দ কার্যে না দেয় ভঙ্গ।।[১০]

কপিলা শতেক ধেনু দ্বিজে দিলা দান।
তথাপিও শুচি নহে তাহার পরাণ॥
সপ্তদিন উপবাস করে অনাহারে।
নানামতে মন্দবাণী বলে মনসারে॥[১১]

শক্তির পক্ষে এখন চাঁদ সদাগরকে পরাভূত করা সহজতর হয়েছে। কিন্তু চাঁদ সদাগর বিন্দুমাত্র দুর্বল হয়নি, বরং তার আদেশে কোতোয়াল নির্দ্বিধায় মনসার সাপকে হত্যা করেছে। আর চির উন্নত শির চাঁদ সদাগর দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছে :

চান্দে বলে কি করিবে লঘুজাতি কাণি।
ধন্বন্তরি মিত্র আছে সদয় ভবানী॥
রাত্রি দিবা নগরে বেড়ায় কোটোয়াল।
পাইলে ত্বরিতে নাগে ধরে দেয় শাল॥[১২]

শক্তি আনুগত্য বিস্তার করবার আপ্রাণ চেষ্টায় চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রকে অকালমৃত্যুর হাতে ঠেলে দিয়েছে। ব্যথায় ব্যথায় অন্তর বিদীর্ণ হলেও চাঁদ সদাগরের এ-ব্যথার কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। কারণ, অন্য সব মৃত্যুর মত এ-মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়, এ-মৃত্যু মনসার বিজয়ের গৌরবধ্বনি। এ-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার অর্থ অত্যাচারী শক্তির বিজয়ধ্বনিকেই সরব করে তোলা। তাই অত্যাচারী শক্তিকে পরাহত করবার দাবীতে সৃষ্ট চাঁদ সদাগর শোকের পরিবর্তে পুত্রহীন জীবনে শক্তির অত্যাচারের আর কোন স্থান নেই, এই ঘোষণায় সোচ্চার হয়েছে :

চান্দো বলে জ্ঞাতিগণ কেনে কান্দ অকারণ
মৃত্যু সব লৈয়া চল ঘাটে।
আজি হৈতে বিষহরি কি করিবে মায়া করি
সত্বরে জ্বালাও অগ্নিকাষ্ঠে॥[১৩]

কিন্তু শক্তিও নিবৃত্ত হয়নি। সে আনুগত্য কামনা করে চাঁদ সদাগরের ছয়পুত্রের পুনর্জীবন দানের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু নিপীড়িত মানুষের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর আনুগত্য দূরে থাক, মনসার কঠোর নিন্দাবাণীতে সোচ্চার :

চান্দো বলে বিষহরি সিরা রথে ভর করি
যদি লাগ পাই মহীতলে।
শুনরে ভাতারছাড়ি দিয়া হেমতাল বাড়ি
ভালমতে পূজি ফুল-জলে।।[১৪]

শুধু তাই নয়, হৃত-উপবন সদাগর নির্ভীক কণ্ঠে জানিয়েছে, যত ক্ষতিই মনসা করুক না কেন, এমন কি জীবন সংশয় হ'লেও সে তার ইষ্টদেবতাকে ত্যাগ করে মনসার আনুগত্য স্বীকার করবে না, বরং কোনক্রমে সুযোগ আসলেই মনসার প্রাণসংশয় করে তবে সে ক্ষান্ত হবে। তাই, অত্যাচারী শক্তিকে পরাহত করবার দাবীতে সৃষ্ট চাঁদ সদাগর শোকের পরিবর্তে নগরে উচ্চস্বরে মনসার নিন্দাধ্বনি ধ্বনিত করে সমাজমানসের দাবীকেই সমুন্নত করে তুলে ধরেছে:

চন্দ্রধরে দলনট ডাকিয়া আনিল।
মনসা-মুণ্ডন বাদ্য নগরে করিল।।
o o o
ছয়পুত্র গেল মোর মৈল ধন্বন্তরি।
আমিও মরিব তাহে অল্প চিন্তা করি।।
o o o
না পূজিব তোরে আমি পূজিব শঙ্কর।
সে কারণে নাম আমি ধরি চন্দ্রধর।।[১৫]

পদ্মার ছলনায় ছয়পুত্রর মৃতদেহ অন্তর্হিত হ'লে চাঁদ সদাগরের স্নেহময় শ্বশুরের রূপটিই ফুটে উঠেছে। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী পুত্রদের মৃতদেহ থাকলে একই চিতায় বধূগণকে অনুমৃতা হ'তে হত। পুত্র না থাক, বধূগণ অন্ততঃ তার গৃহ জুড়ে থাকবে:

চান্দো বলে হৈল ভাল ঘুচিল সব জঞ্জাল
পদ্মার কার্য্য অদ্ভুত।
রহিলেন বধূগণ আনন্দিত মোর মন
রহিলেন সেই ছয় পুত।।[১৬]

নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে একান্ত সচেতন চাঁদ সদাগর ভাল করেই জানে তার কৃতকর্মের দরুণই ছয়পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। পুত্রহারা নির্দোষ সনকার

দিকে তাকাতে গিয়ে তাই প্রেমময় স্বামী, সচেতন পুরুষ চাঁদ সদাগরের বুকে একই সঙ্গে পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানি শেলের আঘাত হেনেছে, তেমনি অকাল বিধবা নিরপরাধী ছয় পুত্রবধূকে দেখেও একই বেদনা তার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে:

পুত্রমরণে চান্দোর স্থির নহে মন।
থাকহে সুন্দরী সনা যাইব পাটন॥
এতেক বঞ্চিল বিধি পুত্রশোক দিয়া।
দ্বিগুণে দগধে প্রাণ বিধবা দেখিয়া॥[১৭]

পৌরুষদীপ্ত চাঁদ সদাগর পিতার উপার্জিত ধনে আলস্যে দিন কাটানোর চেয়ে, স্বীয় কষ্ট-অর্জিত ধনে জীবন যাপন করাতেই পুরুষকার মনে করেছে। তাই সে বাণিজ্যযাত্রা করতে চেয়েছে। দায়িত্বশীল চাঁদ সদাগর পুত্রমৃত্যুতে তার ভবিষ্যতে কেউ সাহায্য করবার নেই, এই কঠোর সত্য সম্পর্কেও একান্ত সচেতন। জগতে ধনের বশ্যতার বাস্তব সত্যতা সম্পর্কেও সে একান্তভাবেই সজাগ। প্রেমময় স্বামী চাঁদ সদাগর যাত্রার পূর্বে স্ত্রীর কাছে একান্তভাবে বিদায় মেগেছে:

আমার জন্ম হইল কাপুরুষের লক্ষণ॥
ধনে মহাধনী হইলে সর্ব্বলোক বশ।
বাহুতে অর্জিয়া ধন খাইতে বড় রস॥
o o o
পুত্র নাই মিত্র নাই সবে দুইজন।
বৃদ্ধকালে আমারে পুষিবে কোন জন॥[১৮]
o o o
বাপের অর্জ্জিত ধন জন্ম ভরি খাই।
আজ্ঞা কর বানিয়ানী বাণিজ্যকে যাই॥[১৯]

বণিক সন্তানের বাণিজ্যযাত্রা যে অবশ্য করণীয় এ-সম্পর্কেও চাঁদ সদাগর একান্তভাবে সচেতন:

বানিয়া কুলের ধর্ম্ম—করিব বাণিজ্যকর্ম্ম।

স্বদেশবাসী সম্পর্কে একান্ত দায়িত্ববান চাঁদ সদাগর বিদেশ যাত্রা-কালে দেশবাসীর দায়িত্বভার সোমাই পণ্ডিতের ওপর ন্যস্ত করেছে:

চান্দ বলে শুনে সোমাই আমার বচন।
o　　o　　o
দেশের যত ভার দিলাম তোমার তরে।
সর্ম্পলোকে পালন করিও আমার অগোচরে॥[২০]

পুত্রশোকাতুরা-শঙ্কিতা-সন্ত্রস্তা সনকা মনসার সঙ্গে বিবাদের কথা স্মরণ করে তাকে দেশান্তরী হ'তে নিষেধ করেছে। অন্যান্য হিতৈষীগণেরও একই অভিমত; সবার কণ্ঠেই শঙ্কাকুল আর্তি। কিন্তু অকুতোভয় চাঁদ সদাগর, যুগ যুগ ধরে বিক্ষুব্ধ সমাজের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর মনসার নামে আক্রোশে শঙ্কাহীন ঘোষণায় সোচ্চার:

জদি কাণী করে বাদ　　তারে দিমু অবসাদ
প্রিথিবীত না থুইমু য়পজস॥[২১]

পূজাভিলাষী মনসা, আনুগত্য-অভিলাষী শক্তির প্রতীক মনসা নদী তীরে উত্তম মন্দির নির্মাণ করে বহুবিধ উপাচারে নিজের পূজা করিয়েছে, যাতে চাঁদ সদাগরের মনে ভক্তির উদ্রেক হয় ও সে পূজা করে। কিন্তু, পূজা করা দূরে থাক, যে তিয়র তার জিজ্ঞাসার উত্তরে পদ্মাপূজার মাহাত্ম্য প্রচার করেছে ও তাকে পূজা করতে অনুরোধ করেছে, ক্রুদ্ধ চাঁদ সদাগরের আক্রমণের মুখে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে:

চান্দো বোলে　ভাঠুয়া বেটা এথা হইতে জাও।
আপন রায্য হইতাম কাটীতাম হাত পাও॥
ক্রোধ হইয়া চন্দ্রধরে বোলে ধর
ডিঙ্গ এড়িল তিয়র বড় পাইল ভর॥[২২]

বিদ্রোহী সমাজমানস এখানেই ক্ষান্ত হয়নি; অত্যাচারী শক্তির আনুগত্যের অভিপ্রায় চিরতরে নির্মূল করবার জন্য মনসার মন্দির ধ্বংস করেছে, পূজার সব উপাচার, সকল উপকরণ বিনষ্ট করে সঞ্চিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে:

পদ্যাবতির ঘর জদি ভাঙ্গিল সদাগরে।
নৈবিদ্য লুটিয়া খায় সোলস গাবরে॥
ঘট ভাঙ্গিবারে আঙগা কৈল সদাগর।[২৩]

অন্য কারও, শক্তির প্রতি সামান্য আনুগত্যের বাণীও বিক্ষুব্ধ সমাজমানস প্রতিভূ শুনতে নারাজ। পদ্মার ছলনায় সাগরের জল উত্তাল হ'লে পদ্মার অপমানে অসন্তুষ্ট মালুধর জানিয়েছে, চাঁদ সদাগরের পদ্মার প্রতি অবমাননার হঠকারিতায়ই সকলের প্রাণ বিপন্ন। যে-মুহূর্তে পদ্মার শক্তির মাহাত্ম্য শ্রুতিপথে প্রবেশ করেছে, বিদ্রোহী সমাজ আস্ফালনে ফেটে পড়েছে; যে পদ্মার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে, তার চূড়ান্ত অবমাননা করে রুদ্ধ ক্ষোভকে অবদমিত করবার প্রয়াস পেয়েছে:

বোলে বেটাক চুলে ধরি আন।
এক বুলিতে সহস্র ধাইল চুলে ধরি লয়া আইল
নায়ে পাড়ি কাটিল দুই কান।[২৪]

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ নাচইন উপস্থিত হ'লে সেখানেও বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে ছলনা করে মনসা চাঁদ সদাগরকে বিড়ম্বিত করেছে। বিদেশ বিভূঁয়ে একাকী বিড়ম্বিত চাঁদ সদাগর তার এই বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে কিছুতেই মনসাকে তুষ্ট করতে রাজী নয়; বরং তার কণ্ঠ মনসার নিন্দাবাণীতে সোচ্চার:

জথা তথা জাম কাণি পাতে নানা পাক।
হাতের কাছে লাইগ পাইলে কাটিতাম তার নাক।।[২৫]

কারাগারে বন্দী প্রেমময় স্বামী—পত্নীবিচ্ছেদে বিরহবিধুর স্বামী একান্তভাবে স্ত্রীর কথা মনে করেছে। একই সঙ্গে সংবেদনশীল চাঁদ সদাগর অগণিত দেশবাসীর অনিশ্চিত ভাগ্যের কথা চিন্তা করে চিন্তিত হয়েছে:

আর না দেখিমু পুরি সনকা সুন্দরি।
কোন দোসে বিমখ মোরে হইল হরগৌরি।।'[২৬]

চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাগী সাধু কোথা আইলু ছাড়ি।
কোথায়এ ছাড়িয়া আইলু দুলাই কাণ্ডারী।।
কোথা ছাড়ি আইলু মুই পাইক প্রজাগণ।
কোথায়ে ছাড়িয়া আইলু কুলের ব্রাহ্মণ।।[২৭]

বাণিজ্যে উত্তম সওদা করে গৃহে প্রত্যাগামী সদাগর, সুদীর্ঘদিন পর গৃহ আগমন আসন্ন জেনে শত্রু মনসার এতদিনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত, শুধুমাত্র এই আনন্দেই তার নিন্দায় আত্মহারা হয়েছে:

বুলিলেক সদাগর　　অষ্ট দিনে পাইমু ঘর
ছাই খাউক লঘুজাতি কাণি।[২৮]

সমুদ্রবক্ষে ডিঙ্গা নিমজ্জিত হবার উপক্রম হলে প্রেমময় স্বামী চাঁদ সদাগর সনকার বাধানিষেধ উপেক্ষা করে বাণিজ্যযাত্রায় আসবার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে; অন্যথায় চিরশত্রু পদ্মা তাকে জব্দ করবার কোন সুযোগই লাভ করতে পারত না:

সনকা করিল মানা না শুনিলাম কানে।
পড়িলাম পদ্মার হাতে গেল ধনে প্রাণে॥[২৯]

অথচ মনসার সঙ্গে বিবাদ বন্ধ করার জন্য সনকা পুরাণ-ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরোধ করলেও সে ব্যাপারে তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি:

এতেক বুবনায় রামা সনকা বেণ্যানী।
সাধু বলে কি করিবে চেঙমুড়ি কাণী।[৩০]

সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত চাঁদ সদাগর--দায়িত্বশীল স্বামী চাঁদ সদাগর নিঃসন্তানা সনকার নিঃসঙ্গ-সন্তানহীন জীবনের জন্য দুঃখ করেছে। তার এই আক্ষেপের মাধ্যমে প্রেমময় হৃদয়বান স্বামীর রূপটিই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে:

কাহারে ডাকিয়া সোনা কোন ভিতে রবে।
পুত্রশোক মনে উঠিলে কার মুখ চাবে।[৩১]

বাণিজ্য শেষে নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন কামনায় চাঁদ সদাগর বিভিন্ন দেবতার পূজা করেছে। শক্তির প্রতীক মনসা মান-সম্ভ্রম দূরে ফেলে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে সন্ধি করে আনুগত্য লাভের আশা করেছে। সে নিজে চাঁদ সদাগরকে জানিয়েছে পূজা পেলে পথের সব বিঘ্ন—সকল বাধা দূর করে নিজে কাণ্ডারী হয়ে নিরাপদে গৃহে পৌঁছে দেবে। দুস্তর-দুর্গম যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হবার আশ্বাস সামান্য নয়, কিন্তু বিপ্লবী

গণমানস কোন আপোষেই সম্মত নয়; বরং কঠোর তিরস্কার শেষে আক্রমণে উদ্যত চাঁদ সদাগরের হাত থেকে মনসা পলায়ন করে বেঁচেছে:

দন্তে দন্তে দর্শনে কড়ে কড়মড়।
প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিলা দড়।।

ত্রাসে যায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি।
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি।।৩২

আনুগত্য-অভিলাষী, শক্তির প্রতীক দেবী মনসা সকল নদনদীকে নিয়ন্ত্রণ করে এনেছে চাঁদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা নিমজ্জিত করবার জন্য। গভীর সমুদ্রে উত্তাল জলরাশি—বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজি দেখে চাঁদ সদাগর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে কোনরকম নতি স্বীকার করেনি বা হতপ্রভও হয়ে পড়েনি; বরং নিদারুণ বিপদের মুখোমুখী হয়েও মনসার প্রতি তিরস্কারে মুখর হয়েছে:

আমারে ভাণ্ডিতে তোর এতেক উপায়।
তোর মুখে ডুবাইবি আমার চৌদ্দ নাও।।৩৩

স্ত্রী সনকার প্রেমে একান্ত প্রেমময় মৃত্যুপথযাত্রী সদাগর স্ত্রীকে দেখতে না পারার দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে বিস্মৃত হবার নয় বলে বিশ্বাস করেছে:

জন্মজন্মান্তরে মোর মনে রবে দুখ।
অন্তকালে না দখিনু সুনুকার মুখ।।৩৪

গভীর সমুদ্রে মৃতপ্রায় চাঁদ সদাগরকে বাঁচাবার জন্য মনসা পদ্মপাতা ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বিক্ষুব্ধ সমাজের প্রতিভূ চাঁদ-সদাগর শক্তির সঙ্গে কোনে রকম সন্ধিতে সম্মত হয়নি বরং নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও মনসা তথা তার পদ্মপাতাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে; মুখের উচ্ছিষ্ট জল পদ্মপাতায় ফেলে নিজ অন্তরের ক্ষোভ মিটাবার প্রয়াস পেয়েছে:

কুবুলি করিয়া জল পদ্মপাত্র ছিটে।
কাণির স্বনাম পত্র লাগিবে অঙ্গেতে।।৩৫

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন চাঁদ সদাগর কোনক্রমে তীরে পোঁছেছে বিবস্ত্র হয়ে। একান্তভাবে ধনী সদাগর চন্দ্রধর মৃতদেহের অঙ্গের বস্ত্র পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করেছে; কলাপাতার বাকল দেখে সে পরমযত্নে সেগুলোকে সংগ্রহ করেছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি করে প্রাণ বাঁচাবার জন্য। কিন্তু গাভীরূপে মনসা হরণ করে নিয়েছে বহুদিনের ক্ষুধায় কাতর চাঁদ সদাগরের একমাত্র আহার্যকে। দীর্ঘদিন পর ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে চাঁদ সদাগর দুঃখিত হয়েছে—কিন্তু মনসার সঙ্গে কোন আপোষ করেনি; বরং তার প্রতি তিরস্কারে মুখর হয়েছে:

নিশ্বাস ছাড়িল চান্দে বাকল হারাইয়া।
উদর পুরিব যে কাণির মুণ্ড খাইয়া॥[৩৬]

সর্বজন সম্মানিত, অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী, চম্পকের নাথ চাঁদ সদাগর ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভিক্ষা করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার এই ভিক্ষার্জিত বহু কষ্টের—বহু অপমানের সঞ্চিত একমাত্র আহার্য মনসা ছলনা করে লুক্কায়িত করেছে। চাঁদ সদাগর মনসার ছলনা বুঝতে পেরেছে; কিন্তু বিপ্লবী যুগপুরুষ বিন্দুমাত্র নত হয়নি:

মনসারে গালি দিয়ে বনে বনে যায়।
মনসার হটে সাধু আরো দুঃখ পায়॥

বিক্ষুব্ধ—সমুদ্রজলে বিপর্যস্ত—বহুদিনের পথশ্রান্ত—সুদীর্ঘ দিন খাদ্য-বঞ্চিত চাঁদ সদাগর মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করবার প্রয়াস পেয়েছে। এত কষ্টের অর্থ শুধুমাত্র জীবনধারণ করবার জন্য ব্যয় করাই সঙ্গত। কিন্তু বিপ্লবী সমাজের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগর অর্থ লাভ করেই একমাত্র প্রতিপক্ষকে হেয় করবার জন্য নটীকে পয়সা দিয়ে মনসার অপমানজনক বাজনা বাজাবার অভিলাষ প্রকাশ করেছে:

চান্দো বোলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইব॥

নগরে বাজাইব বাদ্য বিষহরি মুড়ান।
লঘুকাণি সুনিলে জেন পায় অপমান॥[৩৭]

বিদেশে ধনাঢ্য সদাগর চন্দ্রধর কায়িক শ্রমের বিনিময়ে সামান্য টাকা উপার্জন করেছে, কিন্তু বহুকষ্টার্জিত এই সামান্য অর্থ থেকেও

কিছু অংশ সে রেখে দিয়েছে স্ত্রী সনকার জন্য। সনকা প্রাচুর্যের মধ্যেই দিনাতিপাত করছে, অর্থের অভাব তার নেই। কিন্তু চাঁদ সদাগরের স্ত্রীর জন্য এই অর্থ ব্যয় না করে সঞ্চয় করবার মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি প্রেমময় তথা দায়িত্বপূর্ণ চরিত্রের দিকটিই প্রকাশিত :

আর এক পণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব।[৩৮]

মনসার ছলনায় চাঁদ সদাগরের বিক্রীত মাছ সাপে পরিণত হয়েছে—আর তারই পরিণামে মাছের ক্রেতা চাঁদ সদাগরকে দৈহিক নির্যাতনে নির্যাতিত করেছে। কিন্তু নির্যাতন যত তীব্রই হোক, চাঁদ সদাগরের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। এতদিনে মনসার সাপ যে তার আয়ত্তে এসেছে এবং মনসার সাপকে সে সমুচিত শাস্তি বিধান করতে পারবে এই আনন্দেই সে আত্মহারা :

চান্দো বোলে মোর কপালে আছে ভাল।
জাহারে চাহিয়া বেড়াই তাহার পাইলাম নাগাল॥[৩৯]

বিড়ম্বিত-বিপর্যস্ত সদাগর অবশেষে গৃহভৃত্যের কাজ করে জীবন-ধারণ করবার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু মনসার ছলনায় সেখানেও বিপর্যস্ত হয়েছে। মনসার ছলনায় ধান্যক্ষেত্র অন্ধকারময় হয়েছে, যার ফলে বিড়ম্বিত চাঁদ সদাগর ধান্য ও তৃণের পার্থক্য বুঝতে না পেরে তৃণের পরিবর্তে ধান্য উৎপাটন করেছে, পরিণামে জীবিকার পরিবর্তে লাঞ্ছনা উপহার পেয়েছে। লাঞ্ছিত-প্রহৃত সদাগর অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে, কিন্তু মনসার সঙ্গে কোন আপোষেই সম্মত হয়নি :

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চক্ষে পড়ে পানি।
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙমুড়ি কানি॥[৪০]

মনসার দেয়া আঘাত-অপমান-বিড়ম্বনা যত বর্ধিত হয়েছে, চাঁদ সদাগর ভীত-সন্ত্রস্ত বা নতজানু তা হয়ই নি, বরং মনসার নিন্দা ভৎর্সনা তীব্রতর হয়েছে। বারংবার মনসার ছলনায় বিড়ম্বিত, ক্ষুৎ-পিপাসা-পথশ্রমে কাতর চাঁদ সদাগর কাঠ বহন করে দিনাতিপাত করবার প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু এখানেও মনসা তার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। হনুমানকে দিয়ে মনসা কাষ্ঠভারকে দুর্বহ করে তুলেছে, যার

ফলে জীবিকা নির্বাহের সকল পথ চাঁদ সদাগরের জন্য রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এত দুঃখ—এত আঘাত পেয়েও সকল দুঃখের উৎস মনসার কাছে নতি স্বীকার করে সে নিজের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেনি; বরং অজেয় পৌরুষের অধিকারী চাঁদ সদাগর বাধা যত প্রবল হয়েছে, ব্যক্তিত্বে তত উজ্জ্বল হয়েছে:

বিস্বাদ ভাবিয়ে কান্দে চক্ষে পড়ে পানি।
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙমুড়ি কাণি ॥[৪১]

কেবলমাত্র ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করে—জীবিকার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে নয়, অপমানিত-লাঞ্ছিত করে শক্তির প্রতীক মনসা বার বার চাঁদ সদাগরকে বশীভূত করবার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু অজেয় চাঁদ সদাগর—দুর্দমনীয় চাঁদ সদাগর—অপরাজেয় চাঁদ সদাগর মনসার সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে চির উন্নত শির বিরাট-বিশাল হিমাদ্রির মত অপরাহত ব্যক্তিত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনসা চাঁদ সদাগরকে চোর প্রতিপন্ন করবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে-নাপিতের বেশে তার অর্ধেক দাড়ি—অর্ধেক চুল কেটে ক্ষৌরকার্য করে পলায়ন করেছে। বিদেশে একাকী এই লজ্জাকর, অপমানকর ঘটনায় চাঁদ সদাগর বিচলিত হয়েছে, কিন্তু মনসার প্রতি তার নিদারুণ রোষ-পুঞ্জীভূত ঘৃণার এতটুকুও লাঘব করে নিজের যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রয়াস পায়নি; বরং মনসার প্রতি ঘৃণায়-রোষে-ভৎর্সনায় সে চারদিক সচকিত করে তুলেছে:

যদি জানি জাইব ভাড়ি তার হাতের খুর কাড়ি
ধরিয়া মুড়িত হনে মাথা ॥[৪২]

এখানেও শেষ নয়, ছলনা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মনসা চাঁদ সদাগরকে চোর প্রতিপন্ন করে অপরিসীম নিগ্রহের মুখ ঠেলে দিয়েছে। মনসা রাজভাণ্ডারের ধনহরণ করে, শ্রান্ত-ক্লান্ত একদা বিপুল ধনের অধিকারী, পথপার্শ্বে বৃক্ষডালশয্যায় শায়িত-নিদ্রিত চাঁদ সদাগরের শিয়রে রেখেছে; যাতে করে নগরকোতোয়াল চৌর্যদ্রব্যের সঙ্গে চোরকেও একই সঙ্গে সনাক্ত করতে পারে। তারই ফলশ্রুতিতে, রাজা চন্দ্রধরকে —ধনাঢ্য সদাগর চাঁদ সদাগরকে চোরের শাস্তি—অসহনীয় প্রহার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু স্বীয় নীতির প্রতি অকম্প দীপশিখার মত অতুল

চাঁদ সদাগর মনসার সঙ্গে শত্রুতা বন্ধ করে স্বার্থসিদ্ধ করবার চেষ্টা করেনি; বরং নির্ভীক অকুতোভয় দুর্নিবার চাঁদ সদাগর মনসাকে পরাস্ত করবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সঙ্কল্প থেকেছে:

কেদার মাণিক্য রাজা বড়ই প্রখর।
চোর নিয়া দেয় তবে সালের উপর॥
o o o
চান্দো বোলে লঘুকাণি লাগ পাম তোর।
সকল দুক্ষ তোলম তোমার ওপর॥[৪৩]

সুদূর বিদেশে—আত্মীয়হীন পরিবেশে অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির হাতে উপর্যুপরি লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, অনাহার এমন কি দৈহিক নির্যাতন চালিয়েও যখন চাঁদ সদাগরকে বশীভূত করা যায়নি, তখন মনসা মনে করেছে আত্মীয়স্বজনের হাতে বিশেষ করে স্বীয় দাসীর হাতে অপমানিত করলে হয়ত অজেয় চাঁদ সদাগরকে জয় করা সম্ভবপর হবে। তাই 'পাঁচকাহন কড়ির' বিনিময়ে ক্রীতদাসী দুর্বলাকে দিয়ে চাঁদ সদাগরের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে:

দুর্ব্বলিরে বসাইম আজি তোমার বুকে।
ছয়পুত্রের বধুয়ে যেন লাথি মারে মুখে॥[৪৪]

জ্ঞানী পুরুষ চাঁদ সদাগর একান্তভাবে সংযমী। তাই স্বীয় অর্থে ক্রীত দাসী বুকের ওপর উপবেশন করে মুখে পদাঘাত করলেও মনসার ছলনা বুঝতে পেরে তাকে কোন রকম শাস্তি দেয়নি বরং লাঞ্ছিত ভীত দাসীকে আশ্বাসের বাণীতে আশ্বস্ত করেছে:

শুনিয়া দাসীর কথা চান্দ মনে হাসে।
ভয় না কর ধাই রহ এক পাশে॥[৪৫]

চাঁদ সদাগরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাণিজ্যযাত্রায় তার অসংখ্য সঙ্গীর মৃত্যুবার্তা প্রকাশিত হয়েছে। স্বজনবিয়োগবিধুর আত্মীয়স্বজনের আকুল ক্রন্দন চারদিকের আকাশ বাতাস ভারী-মন্থর করে তুলেছে। হাত-পরিজনের স্বজন হারানোর বেদনায় চাঁদ সদাগর নিজেও আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু তাদের ক্রন্দনধ্বনি মনসার মনে জয়ের উল্লাস

জাগাবে, তাই আঘাত যত তীব্রই হোক, সে নিষ্ঠুরভাবে ব্যথাতুর মানুষের ক্রন্দনধ্বনি স্তব্ধ করেছে। পরিবর্তে বেদনাবিহ্বল পরিজনকে সান্ত্বনা দিয়েছে, কোন দিন মনসার নাগাল পেলে সবাইকে ফিরিয়ে আনবে। দুঃখ নয়, বেদনা নয়, কোনরকম আর্তি ত নয়ই বরং বাদ্যকরকে খবর দিয়েছে মনসার নিন্দা করে বাদ্যধ্বনি করবার জন্য, যাতে করে মনসার পরাজয়ধ্বনিতে চার দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত-উচ্চকিত হয়ে ওঠে :

কাতর করুণ ধ্বনি　　শুনিয়া হাসিবেন কাণি
ইহাতে পাইব বড় লাজ ॥
চান্দে বলে বাজনীয়া　　ঝাটে আন ডাক দিয়া
মুণ্ডণ বাদ্য করিতে নগরে।

গৃহপ্রত্যাগত কর্তব্যপরায়ণ পিতা চাঁদ সদাগর পুত্রের বিবাহ দেবার জন্য তৎপর হয়েছে। শঙ্কিতা মাতা অভিশপ্ত পুত্র লক্ষীন্দরের বিবাহের প্রস্তাবে অসম্মত হলে আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় চাঁদ সদাগর বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হয়ে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে জানিয়েছে, নিশ্ছিদ্র লোহার ঘরে পুত্র-পুত্রবধূকে বিয়ের রাতে রেখে দেবে যাতে মনসার সাপ লক্ষীন্দরের কেশাগ্র স্পর্শ করতে না পারে। অকুতোভয় চাঁদ সদাগরের দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্বের অসতর্কতাই তার বিগত ছয়পুত্রের মৃত্যুর কারণ:

যেই দিন বিবাহ করিব লখিন্দরে।
তাহা লাগি গড়াইব লোহার বাসর॥৪৬

কি করিতে পারে তবে বেঙ্গানিয়া কাণি।
শতেক মনসায় লৈতে না পারিব প্রাণী॥
o　　o　　o
এতেক জানিয়া যদি দ্বারে দিতু ঘাটা।
তেকেনে কাণীয়ে মোর খাইত ছয় বেটা॥৪৭

আত্মশক্তিতে বলীয়ান—কর্তব্যপরায়ণ পিতা চাঁদ সদাগর অকৃপণ হস্তে ধন ব্যয় করেছে উপযুক্ত লোহার বাসর গঠন করবার জন্য:

বলে সাধু জোড়হাতে　　সপ্ততাল পর্ব্বতে
নির্ম্মাইব লোহার বাসর॥
নানা রত্ন ধন পাইয়া　　বিশ্বকর্ম্মা তুষ্ট হৈয়া
নিজপুরী চলে আপনার।৪৮

তেমনি দায়িত্বশীল সতর্ক পিতা সাপের প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে; দ্বারী প্রহরীকে জানিয়েছে সজাগ হয়ে প্রহরা দিলে প্রচুর পারিতোষিকের আশ্বাস:

সর্পের ঔষদ তবে থুইলা ভারে ২।
একসত নাগে তারে কী করিতে পারে॥
পুসনিঞা চাইর বেজি থুইলা মেজের কোণে।
কি করিতে পারে তারে নাগের পরানে।
০ ০ ০
চান্দো বোলে প্রহরি ভাই সাবধানে সমাই
যদি রাত্রী পার রাখিবারে।
সকল সোবন্ত দিয়া তাড় খাড় গড়াইয়া
পায় ২ দিব সকলেরে।[৪৯]

যুগ যুগ ধরে বিষ্ণুবধ—রোষযুক্ত সমাজের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর তার প্রতিপক্ষ, শক্তির প্রতীক মনসার নামের কন্যার সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ দিতেও অসম্মত। তেমনি সে নিজেও শুধুমাত্র শক্তির প্রতীক মনসার কাছে নতি স্বীকার করতে অসম্মত তাই নয়, যে বা যারা এই শক্তির প্রতীকের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে, তাদের সঙ্গেও কোনরকম সম্পর্ক স্থাপন করতে সে রাজী নয়। তাই কন্যা রূপে-গুণে-কুলে-শীলে অনন্যা হলেও তার পরিবারে মনসাপূজা প্রচলিত থাকবার জন্য সে তাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে অসম্মত। তাই ঘটক-এ যখন এই সব কন্যার রূপগুণের বর্ণনা দিয়েছে, চাঁদ সদাগর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে এই বিয়েতে তার অসম্মতির কথা জানিয়েছে:

বিষ্ণু বুলি সদাগর জিভাতে খাইল কামড়
সেই কন্যা নাহি মর কাম।
রূপে গুণে সুনি নিধি দিয়াও না দিল বিধি
সেহ হয় কাণির সহনাম॥
০ ০ ০
বোলে চন্দ্রধর রায় সেহ কন্যা নাহি দায়
বিদ্যাধর বোল নাহি বুঝে।
চেঙ্গ বেঙ্গ খায় কাণি কোন দেব নাহি জানি
পুরি সহিতে তারা পুজে॥[৫০]

অনেক অনুসন্ধানের পর সাহরাজার কন্যা বেহুলাকে লক্ষীন্দরের যোগ্যা পাত্রী মনে হওয়ায় চাঁদ সদাগর সাহরাজার গৃহে গমন করেছে বিয়ের প্রস্তাব দেবার জন্য। কিন্তু যে মুহূর্তে সাহরাজা কেবল মনসার সঙ্গে বিবাদের জন্য লক্ষীন্দরের হাতে কন্যা সমপর্ণে অসম্মত হয়েছে, চাঁদ সদাগর কিঁদুমাত্র হতাশ বা বিচলিত হয়নি, বরং দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছে কিভাবে সে মনসাকে অপমানে লাঞ্ছনায় পর্যুদস্ত করেছে :

একদিন যবে লাগ পাইনু দুষ্ট কাণী।
হেমতালে বাড়ি মারি ভাঙ্গিলু কাঁকালি।
কাঁপিতে কাঁপিতে গেলি ধন্বন্তরির বাড়ী।
নুন স্বেদ দিয়ারে কাকাইল কৈলু দড়ি।।[৫১]

তাই ভাবী বৈবাহিক সাহরাজা যখন চাঁদ সদাগরকে জানিয়েছে, পুত্রের জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় মনসাকে পূজা করা এবং তাকে অনুরোধ করেছে মনসাপূজা করবার জন্য, চাঁদ সদাগর দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছে পুত্রের জীবনরক্ষা দূরের কথা, নিজের প্রাণ গেলেও সে মনসার পূজা করবে না :

চাঁন্দো বলে শুন সাহে আমার বচন।
প্রাণ গেলে না পূজিব কাণির চরণ।।[৫২]

বিবাহের মণ্ডপে মনসার ছলনায় নবদণ্ডের ছত্রের দণ্ডকে সর্প মনে করে লক্ষীন্দর অচৈতন্য হয়ে পড়লে, পুত্র মৃত ভেবে চাঁদ সদাগর পুত্রের মৃত্যুর জন্য নয়, বরং মনসার হাতে পরাজিত হবার গ্লানিময় বেদনায় হাহাকার করেছে। পুত্রের মৃত্যুর বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি ; কারণ জীবনদর্শনে অভিজ্ঞ সদাগর মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যুকে স্থির চিত্তেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু অপরাজেয় যুগাকাঙ্ক্ষিত চাঁদ সদাগর প্রতিপক্ষ মনসার হাতে পরাজয় ঘটল, মৃত্যু অপেক্ষা অধিক এই সন্তাপে—সকলের বেদনাময় পরিহাসের সম্ভাবনায় বেদনাবিহ্বল হয়ে পড়েছে :

মৈল পুত্র লক্ষীধর তারে চান্দের নাহি ডর
বিদেশে পদ্মারে দিনু ডালি।
০ ০ ০
শুনিবেক যেই জন হাসিবেক অনুক্ষণ
জীয়ন হনে মরণ উচিত।

লক্ষীধর কোলে করি কান্দে রাজ্য অধিকারী
ওরে চান্দের টুটিল বড়াই।
ত্রিদেবের দেবগণ হাসিবেক জনে জন
চান্দে হারিল পদ্মার ঠাঁই॥[৫৩]

সহৃদয় স্বামী চাঁদ সদাগর সনকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুত্রর বিয়ে দেওয়াতে তার মৃত্যু ঘটায় অনুতপ্ত হয়েছে এবং সপ্তম ও সর্বশেষ পুত্র লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে একে একে সাত পুত্রহারা জননী সনকার নিদারুণ দুঃখ নিজ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে:

বাণিজ্যে আসিয়া মোর জীবনে হৈল হানি।
কি বলি পাতিয়াব সনকা বানিয়ানী॥[৫৪]

লক্ষীন্দর পুনরুজ্জীবিত হলে, যদিও মনসার কৃপায়ই সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে, চাঁদ সদাগরের কণ্ঠে অজেয় পৌরুষের দৃপ্ততা; সে জানিয়েছে তার ভয়ে ভীত হয়েই মনসা লক্ষীন্দরের জীবন দান করতে বাধ্য হয়েছে:

সকলে বলিলা মোর লক্ষীধর মৈল।
মোর ভয়ে কাণি মাগী জিয়াইয়া দিল॥[৫৫]

কিন্তু মনসার সঙ্গে বিবাদে যতই স্বৈরাচারী—কঠিন কঠোর হোক না কেন, চাঁদ সদাগরের বিবেচনা-সহৃদয়তা—তার কোমল অন্তরের স্পর্শটি অন্যান্য আচার-আচারণে বারবার উঁকি দিয়েছে। সনকার কথায় মনসার বিবাদকে গণ্য না করে লক্ষীন্দরের বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বিবাহসম্পর্ক কোথায় স্থাপন করবে এ-ব্যাপারে সনকার সঙ্গে আলোচনা করেছে:

সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর।
বিভার লায়েক হৈল পুত্র লখিন্দর॥
কোথা বিভা দিব শুন সনকা বেণ্যানী॥[৫৬]

তেমনি বিবাহ বাসরে সাহরাজা যৌতুক দেবার ব্যাপারে দেরী করতে থাকলে উপবাসী পুত্র-পুত্রবধূর কথা মনে করিয়ে তাকে নিবৃত্ত

করবার প্রয়াস পেয়েছে; অভুক্ত পুত্র-পুত্রবধূকে তাড়াতাড়ি ভোজন করানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছে:

চান্দো বোলে সাহেরে　　　পুত্রবধূ ভাতে মরে
দান নিয়া সম্বর বেহাই।[৫৭]

ভাবী বধূ বেহুলা সতীত্বের বলে লোহার কলাই সিদ্ধ করতে সক্ষম হলে এই অসম্ভব বস্তুটি স্ত্রী সনকাকে দেখাবার জন্য বহুদূর দেশ থেকে বয়ে এনেছে:

কথো খাইয়া সম্বরিল লোহার কলাই।
কিছু লইল দেখাইতে সনকার ঠাঞি॥[৫৮]

কিন্তু চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্বের কঠোর, শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী, মায়ামমতা-হীন রূপটি বিশেষ করে ফুটে উঠেছে সর্বশেষ পুত্র—একমাত্র বংশধর লক্ষীন্দরের মনসার কোপে অকালমৃত্যুতে। লখাইর মৃত্যুতে তার দুর্বলতার শেষ অংশটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে। সব ভয়-ভাবনার উর্ধ্বে উঠে সে মাথা উঁচুকরে দাঁড়িয়েছে সমগ্র শক্তি দিয়ে মনসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য। তার সকল শোক প্রতিহিংসায় বজ্রকঠিন হয়ে প্রতিপক্ষকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে দুর্বার বেগে আক্রমণ করবার জন্য উদ্যত হয়েছে:

ডালমুল গেল মোর মৈর্দ্ধ হইল সার।
অখনে কাণির সনে চাপিয়া করো বাদ॥
জদি কাণির লাইগ পাম একবার।
কাট্টিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার॥[৫৯]

ছয়পুত্রর অকালমৃত্যুর পর, বহু যত্নের পরেও লক্ষীন্দরের মৃত্যু চাঁদ সদাগরের মনে মনসার কাছে চরম পরাজয়ের রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। তাই পুত্রমৃত্যুকে যুগ যুগ ধরে ক্ষুব্ধ সমাজমানসের প্রতিভূ বহুকষ্ট-বহুসাধনার পরও একমাত্র প্রতিপক্ষের হাতে চরম পরাজয় বলেই মেনে নিয়েছে; চাঁদ সদাগর শোক করে মনসার এই শেষ ও চরম জয়কে নন্দিত করতে চায়নি; বরং এই মৃত্যুতে যার জয় সংঘটিত হয়েছে তাকেই তার এই পরম ব্যর্থতার ফসল ডালি দিয়েছে:

ভুরা ভাসাইয়া দিল তিন ঢেউ পানি।
খায়াছিনু তোর ধার লইয়া জাও কাণি॥[৬০]

কিন্তু পিতা চাঁদ সদাগরের রক্তাক্ত হৃদয়ের সকরুণ অশ্রুধারাটি অন্তঃসলিলা প্রস্রবণের লুক্কায়িত ধারার মতই অন্তরের গভীরতম প্রদেশের অনুভূতিগুলিকে অশেষধারায় সিক্ত করে দিয়েছে:

আহারে নদীর তীরে বসিয়া সদাগর ঝুরা ২ করয়ে বিলাপ।
মরুয়ার সহিতে জিয়তা ভাসি জায় কাহারে দিয়া য়েত তাপ।।[৬১]

অশেষ জ্ঞানের অধিকারী সংযমী পুরুষ—বৈষ্ণব চাঁদ সদাগর যোগ-মন্ত্রের বলে বলীয়ান। সে জ্ঞানবলে কেবল নিজেকেই শান্ত করেনি—স্ত্রীকেও জগৎ চরাচরের পরম মর্মবাণীটি শুনিয়ে শোক থেকে নিবৃত্ত করবার প্রয়াস পেয়েছে। মানুষ যে পরমস্থান থেকে আবির্ভূত হয়, সময়শেষে আবার সেই পরম স্থানটিতেই ফিরে যায়; সুতরাং এর পেছনে মানুষের যেমন কোন হাত নেই, তেমনি এই অনিবার্য ব্যাপারে শোক করেও কোন লাভ নেই:

স্বভাবে বৈষ্ণব সাধু যোগমন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাশরিল মনে।।
o o o
মিছামিছি বলি কেন তোমার আমার।
যে দিছিল লখীন্দর সে নিল আর বার।।[৬২]

মনসার হাতে এতবড় ক্ষতির মুখোমুখি হবার পর চাঁদ সদাগর তার জন্য আর এক বিন্দুও ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী নয়। কলার মান্দাস তৈরী করবার জন্য কলাগাছ কাটতেও তার ঘোর আপত্তি:

চান্দো বোলে এক দুঃখ মৈল সাতবেটা।
তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা।।[৬৩]

দায়িত্বশীল শ্বশুর চাঁদ সদাগর, একান্তভাবে সম্মানিত চাঁদ সদাগর পুত্রবধূদের বঞ্চিত জীবন তথা যৌবন সম্পর্কেও পুরোপুরি সচেতন। তার মনে সদা শঙ্কা না জানি বধূদের কখন কোন পদস্খলন ঘটে, যার ফলে তার সম্মানিত বংশের গৌরব লুপ্ত হয়:

এক বাড়ির মৈদ্ধে সাত বিধুবা
আর দুঃখ না সহে সরিরে।

একদিনে সাত　　কলঙ্ক উঠিব
লজ্জা পাইব চন্দ্রধরে॥[৬৪]

লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে নবযৌবনা অকালবিধবার সংখ্যা আরেকটি বাড়লে দায়িত্বশীল শ্বশুর হিসেবে চাঁদ সদাগরের মনে হয়েছে সতীদাহই উত্তম ব্যবস্থা; কেননা এ-ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে কোন কলঙ্কের অবকাশ থাকবে না। এমন কি শঙ্কাতুর দায়িত্ববান শ্বশুর বেহুলা লক্ষীন্দরের সঙ্গে ভেসে যেতে চাইলেও স্পষ্ট ভাষায় এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছে:

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর আছে কি সাহস।
লখাইর সংগে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥
০　　০　　০
যাহার ঘরে যাবা তুমি সেই প্রাণেশ্বর।
শৃগাল কুকুরে খাবে মোর লক্ষীন্দর॥[৬৫]

কিন্তু বধূ যখন সত্যি সত্যিই বিদায় নিয়েছে, স্নেহবৎসল শ্বশুর কাতর অনুনয় জানিয়েছে রন্ধনের মত দায়িত্বপূর্ণ পারিবারিক কাজটি সমাধা করেই লখাইর বদলে বধূ গৃহে থাকুক:

লখাইর সোকে　　সরির দগধে
এত দুঃখ দিল লঘুকাণি॥
আগর চন্দন কাষ্টে　　মরুয়া পুড়ি ঘাটে
থাক বধূ রান্ধনি হইয়া।[৬৬]

মনসা শেষবারের মত চাঁদ সদাগরের আনুগত্য লাভের প্রয়াস পেয়েছে, সে চাঁদ সদাগরকে আশ্বাস দিয়েছে, তাকে ফুলজল দিলে চাঁদ সদাগরের হৃতধন—মৃতপুত্র সবই ফিরে পাবে। এত বড় আশ্বাসের পরও সামান্যতম নম্র না হয়ে চাঁদ সদাগর দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছে পুত্র দূরের কথা, নিজের প্রাণসংশয় হলেও সে মনসাকে পূজা দেবে না। বরং মনসার কাছে এত বড় পরাজয়ের পর এই আশ্বাসবাণী তার বুকে মর্মান্তিক অপমানের শেল হেনেছে। তাই শোকাহত অন্যান্য পরিজনের তথা নগরবাসীর শোককে যেমন কঠোরবাক্যে স্তব্ধ করেছে, তেমনি নিজে মনসার নিন্দাবাণীতে সোচ্চার-সরব হয়েছে:

চান্দো বোলে পদ্মা তুমি বড় দুরাচারী।
দুঃখের উপর দুঃখ দিল চেমন ভাতারী॥

পুত্রের কি কার্য্য যদি আপনে মরিব।
তথাপি পদ্মায় আমি পূজা না করিব।।
চান্দো বোলে কেনে কান্দ নগরিঞা লোক।
০ ০ ০
সংস্কার কর যায়া দুর্ল্লভ লখাই।
বিষহরির মুখে দেই মাটি আর ছাই।।[৬৭]

মানবজীবনে পেয়ে হারানোর বেদনা যেমন সুগভীর—হারানো ধন ফিরে পাবার আনন্দও তেমনি অপরিসীম, অনন্ত। মৃত্যু মানবজীবনে এক কঠিন-কঠোর সত্য। কেননা, সারাটা জীবন ধরে মানুষ যে পথ বেয়ে চলে, মৃত্যু সেই পথকে চিরতরে লুপ্ত করে দেয়—মানুষ সেই পথের ঠিকানা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে। এতকালের বয়ে চলা জীবনটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে চিরদিনের মত। অজস্র স্মৃতিচিহ্নজড়িত জীবন পথটাতে মৃত্যুর সীমা পেরোলে মানুষ হাজারো চেষ্টা করেও আর একবারের জন্যও কোনদিন ফিরে আসতে পারে না। সে হারিয়ে যায় চিরতরে—সমগ্র অনাগত কালের জন্য। কোন মানুষ যদি এই অবলুপ্তিকে অস্বীকার করে মৃত্যুর চিরবিস্মৃতিকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে প্রিয়জনসান্নিধ্যে একবারের জন্যও ফিরে আসতে সক্ষম হয়, নিঃসন্দেহে সেই মৃতব্যক্তির প্রিয়জন তার সবকিছুর বিনিময়ে এই প্রিয়জনের ফিরে আসাকে স্বাগত জানাবে; তাকে আরেকবার তাদের মধ্যে রাখবার জন্য সর্বস্বত্যাগের সংকল্পে সুকঠোর হবার প্রয়াস পাবে। কিন্তু অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী—প্রতিপক্ষকে অবদমিত করবার সুকঠোর প্রতিজ্ঞায় অপরাজেয় যুগাকাঙ্ক্ষিত পুরুষ চাঁদ সদাগর অগণিত আত্মীয়পরিজনসহ সাতপুত্রের পুনর্জীবন ফিরে পেয়েও তার কঠিন সংগ্রাম থেকে এক পাও পিছিয়ে যেতে অসম্মত। শুধুমাত্র হৃত-সন্তান ছয়জন ও অসংখ্য পরিজনই নয়, বধূর অসামান্য কৃতিত্বের ফলে হৃতসম্পদ দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই অসাধারণ—অভূতপূর্ব ঘটনা চাঁদ সদাগরের চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলতে সক্ষম হয়নি। মৃতপুত্র পরিজনের পুনর্জীবন লাভ—হৃতসম্পদ দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসা সব কিছুই তার সুকঠোর নীতির সামনে নিষ্প্রভ, অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়েছে। একটি মাত্র শর্তে মনসা বেহুলাকে ধনজন ফিরিয়ে দিয়েছে। চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করলেই এত কৃচ্ছ্রসাধিত—ত্যাগ

অর্জিত ভাগ্য সে উপভোগ করতে পারবে; অন্যথায় মনসা সবকিছু আবার হরণ করে নেবে। কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান চাঁদ সদাগর জানিয়েছে, তার ভয়েই মনসা সব কিছু ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে:

চান্দ বলে কাণী তোর মনে আছে ডর।
ধনজন ডিঙ্গা দিল সাত কুমার।।[৬৮]

আত্মীয়স্বজনের উপর্যুপরি অনুরোধ-কাকুতি-মিনতি তাকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে একবিন্দু সরাতে সক্ষম হয়নি। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, অসাধরণ ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল চাঁদ সদাগর দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছে, জীবন থাকতে মনসাপূজা সে করবে না; বরং সম্ভবপর হলে মনসার সমুচিত শাস্তিবিধান সে করবে, পুনরুজ্জীবিত পুত্রগণ—হৃতসম্পদ কোন কিছুতেই তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই:

কি করিমু মরা পুত্র ঘরেতে আনিয়া।
মরিয়াছে সাতপুত্র দিছি পালাইয়া।।
আছৌক পূজিমু কাণি যদি লাগ পাই।
মস্তক ভাঙ্গিয়া তারে যমকে ভেটাই।।[৬৯]

বরং যে পূজা করতে অনুরোধ করেছে, তার প্রতি রোষে-ক্ষোভে জ্বলে উঠেছে চাঁদ সদাগর:

চান্দ বলে পুরোহিত, তে কারণে সম।
অন্য কেহ কহিলে তার প্রাণ লম।।
যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে কেমনে পূজিব রে কাণী।।
ধনে জনে কার্য্য নাই যাউক আরবার।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার।।
পদ্মা না পূজিব আমি পুষ্পজল দিয়া।
ধনে জনে কার্য্য নাই যাউক ফিরিয়া।।

০ ০ ০

পুত্রবধূ গৌরবিতা তে কারণে সম।
আর জন হইলে উচিত ফল দিম।।
যে হস্তে পূজিব মুই ত্রিদশ দেবতা।
সেই হস্তে মুই কাণীরে করিব পূজা।।[৭০]

প্রত্যাগতা বেহুলা চাঁদ সদাগর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্যের মাধ্যমেই এই যুগাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটির চরিত্রের লৌহদৃঢ়তা মূর্ত হয়ে উঠেছে:

শ্বশুর দেখিনু প্রভু বাদুয়া সদাগর।
দুখ নাই শোক নাই লোহার মুদ্গর॥[৭১]

কিন্তু চাঁদ সদাগরের চরিত্রের কোন সমালোচনাই পূর্ণাঙ্গ হবে না, যতি না যে-যুগের দাবীতে এই চরিত্রটির সৃষ্টি, সেই যুগের সামাজিক কাঠামোর আবরণে তার আচার-আচরণ তথা কার্যকলাপ মূল্যায়ন করা হয়। কেননা, নির্দিষ্ট সমাজকাঠামো তথা সমাজপরিচিতিই প্রতিটি মানুষের সামাজিক পরিচিতি এবং এই পরিচিতি তার ভূমিকা তথা আচার-আচরণকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আর এজন্যই প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করলেও এর পাশ্চাতের সমাজকাঠামো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে T. B. Boltomore-এর উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য: Just as role is the unit with which we build our conception of institution, so institution is the unit with which we build' the conception of social structure.[৭২]

জীবন বয়ে চলে প্রবহমান নদীর মত। প্রয়োজনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা প্রতিকূল পরিবেশ পরিবর্তন আনে তার জীবনদর্শনে—পরিবর্তিত হয় তার উৎপাদনকৌশল—তার বন্টনবিধি। পরিণতিতে পরিবর্তিত হয় তার আচার-আচরণ-লোকনীতি-বিধিনিষেধ-মূল্যবোধ; জন্ম নেয় নবজীবনযাত্রা। শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, সমষ্টিজীবনেও এ-পরিবর্তন একইভাবে সত্য। ব্যষ্টি তথা সমষ্টি জীবনের প্রতিটি আচার-আচরণের পাশ্চাতের এই জীবনদর্শন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন:

> যে কোন সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যায়...এর সমাজের আচার ব্যবহার বা চিন্তাধারার সঙ্গে অন্য সমাজব্যবস্থার বা চিন্তাধারার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। আর গভীরভাবে দেখিতে চেষ্টা করিলে জীবনদর্শনেও পার্থক্য ধরা পড়ে।[৭৩]

আর জীবনযাত্রার এই পরিবর্তনই সৃষ্টি করে নব সমাজকাঠামোর। তাই, স্বতন্ত্র সমাজকাঠামোয় মানুষের সামাজিক পরিচিতি যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি স্বতন্ত্র পরিচিতি অনুযায়ী তার ভূমিকাটিও স্বতন্ত্র। আর এজন্যই প্রত্যেক সমাজকাঠামোয় বিভিন্ন মানুষের সামাজিক পরিচিতি যেমন নির্দিষ্ট থাকে, তেমনি নির্দিষ্ট থাকে সামাজিক পরিচিতি অনুযায়ী তার সামাজিক ভূমিকা। অর্থাৎ সমাজের নিজস্ব আচার-আচরণ-বিধি-নিষেধ-লোকনীতি-মূল্যবোধ তথা এদের পাশ্চাতের জীবনদর্শন সেই সমাজকাঠামোর অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের জীবনযাত্রা তথা লোকযাত্রায় একটা নির্দিষ্ট স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করে দেয়।

তাই, মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী সমাজের পুরুষ চাঁদ সদাগরকে সামন্তবাদী সমাজকাঠামোর অন্তর্গত নির্দিষ্ট পরিচিতি তথা ভূমিকার পটভূমিকাতেই বিচার করতে হবে। উৎপাদনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর কোন ভূমিকা ছিল না; কোন সম্মানও সমাজে তার ছিল না। তার প্রতি সমাজের কোন আস্থাও ছিল না—তাই অতি সামান্য কারণেই সে নির্যাতিতা; ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিতা। আর এজন্যই মনসামঙ্গল-কাহিনী পর্যালোচনা করে আমরা যদিও বার বার উপলব্ধি করি, সদাগরের হৃদয়ে সনকার জন্য স্নেহ-ভালবাসার কোন অভাব ছিল না, কিন্তু সমাজে নারীর সম্মানের অনুপস্থিতির জন্যই তার কোন প্রস্তাব কোন সহৃদয় উপদেশ কখনই চাঁদ সদাগর গ্রহণ করেনি; যদিও পরবর্তীকালে এ-প্রস্তাব সঠিক বলে বিবিচিত হয়েছে এবং সদাগর তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। এ-কারণেই সামান্যতম কারণে স্ত্রী সনকাকে দৈহিক নির্যাতনে চরম অপমানিত করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। সদ্যস্বামীহারা বেহুলার আকুল আকুতি শুনে সদা শশঙ্কা সনকা উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় সবচেয়ে আপনজন চাঁদ সদাগরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করলে ক্রুদ্ধ-বিরক্ত সদাগর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তাকে চড় মেরেছে, যদিও দেখা গেছে যে-ধারণার বশবর্তী হয়ে সে স্ত্রীকে আঘাত করেছে, সে-ধারণা ভ্রান্ত :

চৈতন্য পাইয়া সদাগর সনকারে দিল চড়
কাচা ঘুমে কেন চেওযালি।[৭৪]

তেমনি চাঁদ সদাগরের সম্মতির বিরুদ্ধে সনকা মনসাপূজা করলে তাকে পদাঘাতের মত অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন করতেও এতটুকু ইতস্ততঃ করেনি:

তথাপিও সাধু বেটার স্থির নহে মতি।
সোনেকারে ধেয়ে যেয়ে মারে কিল লাথি।।[৭৫]

আর এজন্যই সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমাহীন ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের ততোধিক ক্ষমাহীন পুরুষ যে চাঁদ সদাগর অস্পৃশ্য-ইতরবর্ণের নারী ডোমনীর সামান্যতম গর্হিত স্পর্ধিত আচরণ সহ্য করতে নারাজ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ অপরাধিনীর সমুচিত শাস্তি-বিধানে ধৈর্যহীন উদ্বাহু, সেই চাঁদ সদাগরই ব্রাহ্মণ সোমাইর কণ্ঠে আজন্মশত্রু আর্যেতর দেবতা মনসাকে পূজা করবার অসম্ভব অনুরোধেও স্বীয় ধৈর্য অটুট রাখতে তৎপর:

মোর আগে দেখায় পিন্ধন পাটের শাড়ী।
কাপড় কাড়িয়া লয়ে মারে কেবা বাড়ি।।[৭৬]

চান্দ বলে পুরোহিত, তেকারণে সম।
অন্য কেহ কহিলে তার প্রাণ লম।।[৭৭]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সমগ্র মানবের সম্মানই ভূলুন্ঠিত। কেননা, স্বীয় সম্মানবোধের ধারণা যার সম্যক থাকে সে কখনই অতি সহজে---অকারণে অপরকে অসম্মান করতে পারে না, অহেতুক অপরের অসম্মাননার মধ্যে স্বীয় অবমাননাও প্রচ্ছন্ন থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর একগামিতা তথা সতীত্বে বিশ্বাস করেছে। এখান থেকে নারীর সামান্যতম স্খলনকে তারা পতি-পুত্র তথা সমগ্র সংসারের জন্য অকল্যাণকর বলে ঘোষণা করেছে। সামন্তবাদী অর্থনৈতিক অবকাঠামোয় অবিশ্বসিত নারী সমাজের প্রতিনিধি সনকা তাই অকারণেই স্বামী কর্তৃক অসতীত্বের অপবাদে অপমানিতা হয়েছে। মনসার সঙ্গে বিবাদই তার সকল দুঃখের কারণ একথা স্থির জেনেও চাঁদ সদাগর স্ত্রীর চারিত্রিক স্খলনকে এর কারণ বলে দায়ী করতে গিয়ে নিরপরাধা স্ত্রীর চরিত্রে শুধু নয়, স্বীয় চরিত্রেও কালিমালেপন করেছে। স্বীয় কৃতকর্মের দায়ভার অন্যের ওপর চাপাতে গিয়ে তৎকালীন সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ কাপুরুষে পরিণত হয়েছে:

হাতে খড়গ লইয়া জায় সোনাইরে কাটীবারে।
ইহারে লইয়া থাক তুমি কাটীমু তোমারে॥
পর পুরূস তুমি যে আনিয়াছ ঘর।
তোর পাপে চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হইল মর॥[৭৮]

আর এজন্যই পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচিতা হতে গিয়ে বেহুলা লোহার কলাই সিদ্ধ করবার মত অসম্ভবকে সম্ভব করে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, ছাদনা তলায় লক্ষীন্দর অচৈতন্য হয়ে পড়লে স্বামীর চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রাণান্ত প্রয়াসরত সেই বেহুলাকে অবিশ্বাস তথা সন্দেহ করে বেহুলাকে অপমানিত শুধু নয়, চাঁদ সদাগর স্বীয় চরিত্রকেও হনন করেছে:

বাহিরে থাকিয়া চান্দ চিন্তায় বিকল॥
কাণ্ডারের মাঝারে বেহুলা আছে কোন ভায়।
হেন বুঝি বেহুলা লখাইর মাংস খায়॥[৭৯]

প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামাজিক রুচিহীনতার এই আত্মঘাতী রূপটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই আত্মশক্তিতে শক্তিশালী চাঁদ সদাগর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজিত হয়েও উন্নতশির রয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিযোগীর প্রতি অনুচিত নৈতিকতা-বিগর্হিত, আত্ম-অবমাননা-কারক কটূক্তিতে স্বীয় মহিমা ভূলিন্ঠিত করে ফেলে।

সামাজিক এই আত্মঘাতী রুচিহীনতা, সামান্যতম আদর্শবোধের অনুপস্থিতিই পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ কলঙ্কময় জীবনযাপনের কল্পনায় উদ্বিগ্ন-ক্রুদ্ধ শ্বশুরকে উদ্বুদ্ধ করে বেহুলার ন্যায় সতীত্বের অধিকারিণী পুত্রবধূকে দূরে গিয়ে কলঙ্কময় জীবনের পরিবর্তে গৃহেই কলঙ্কময় জীবন কাটাবার ব্যঙ্গক্লিষ্ট-মর্মান্তিক প্রস্তাব জানাবার; পরিণতিতে যা শ্বশুরের চরিত্রের সকল মহিমা--সব মাধুর্য পাঠকের কাছে ধূলিস্যাৎ করে দেয়:

ক্রোধ করি বলিলেক রাজা চন্দ্রধর।
বলিতে লাগিল রাজা বধূর গোচর॥
নদীর কূলে বানাইয়া দিমু জলটঙ্গীঘর।
ভাস্তিয়া খাও বধূ সাধু সদাগর।[৮০]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যমানের চরম অবক্ষয় ঘটে। মানবতাবোধের কোন স্থানই এখানে থাকে না। দৈব বিশ্বাস, ঈশ্বরভক্তি তখন আর চারিত্রিক কোন মহিমাবর্ধক না হয়ে কেবলই অভীষ্ট লাভের পথমাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়; ফলে সামাজিক অনাচার জঘন্য আকার ধারণ করে। তাই যে চাঁদ সদাগর 'স্বভাবে বৈষ্ণব'—যে যোগ-মন্ত্রের বলে বলীয়ান হয়ে পুত্রশোকের মত নিদারুণ শোকের উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে পারে অসাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে এবং এই জ্ঞানবলেই স্ত্রীর পুত্রশোকের প্রশমনে নিরত থাকে, একান্তভাবে শিবভক্ত, দৈববলে বলীয়ান মৃত পুনরুজ্জীবনের ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী সেই চাঁদ সদাগর ছলনাকারিণী মনসার লাস্যময়ী রূপ দেখে পূর্বাপর সবকিছু বিস্মৃত হয়ে কাম রিপুর ক্রীড়নক হয়ে পড়ে, পরিণতিতে অসামান্য-দুর্লভ 'মহাজ্ঞান' হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়:

পদ্মা বলে চান্দ তুমি অবোধ চঞ্চল।
কামে অচেতন হয়ে হারালে সকল।
o o o
মহাজ্ঞান হরিলাম পাতিয়া মহাজাল।
আজি হতে করিব তোমার সংসার পাথাল।।[৮১]

আর এজন্যই স্বভাবে বৈষ্ণব শিবের একনিষ্ঠ সাধক চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য করতে গিয়ে সামান্যতম নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয় না, মিথ্যাকথন-ছলনা-প্রবঞ্চনা তাকে সদাগরের পরিবর্তে নীতি-জ্ঞানবিবর্জিত শঠ-প্রবঞ্চক তস্করের ভূমিকায় অবতীর্ণ করায়:

বড় ২ কুমড় ভেটাইল সদাগর
কুমড়ের কথা লাগে কহিবারে।
পর্ব্বত প্রমাণ গাদ্‌গোটা মুসল প্রমাণকাটা
বৎসরে গোটেক ফল ধরে।
একগুণে কুমড় নিবা পঞ্চাসগুণে সোনা দিবা
চৈয়ে চন্দন যেন পাই।।[৮২]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিধান মানুষকে নেহাতই আত্মকেন্দ্রিক করে দেয়—স্বার্থবুদ্ধির জালে আচ্ছন্ন মানুষের হৃদয়বৃত্তির কাছে মানবতার

সকল আর্তি লাঞ্ছিত-পদদলিত হয়। চাঁদ সদাগরের গৃহে প্রত্যাবর্তনে স্বজনবিয়োগের মর্মান্তিক সংবাদে ব্যাকুল, বিচ্ছেদ-ব্যথাহত অগণিত আত্মীয় পরিজনের আকুল আর্তি চাঁদ সদাগরের স্বার্থের পরিপন্থী। এ-আর্তনাদ প্রতিপক্ষের কাছে বিজয়ধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত হবে। তাই সে নির্মম, নিষ্ঠুর, প্রাণহীনভাবে ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ে স্বতোৎসারিত এই ক্রন্দন-ধ্বনিকে স্তব্ধ করে দেয়:

ক্রন্দন সুনিঞা চান্দ দন্ত কড়মড়ি।
জত লোক কান্দে মারে দোহাতিয়া বাড়ি॥
চান্দোর ক্রোধ দেখিয়া লোক চমকিত মোন।
নিস্বন্দে রহিলা সোক তেজিয়া ক্রন্দন॥[৮৩]

মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সামন্ত-তান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধে ভীতি-প্রদর্শনই কার্যোদ্ধারের একমাত্র পন্থা বলে বিবেচিত; শক্তির ঘৃণিত মদমত্ততাই শক্তিমান পুরুষের পুরুষকারের অস্তিত্ব বলে ঘোষিত। আর এজন্যই, একান্ত অনুগত কর্মকার বিশাইকে প্রয়োজনানুগ কাজের নির্দেশ দিতে গিয়ে চাঁদ সদাগরের কণ্ঠে আত্মশক্তির পরিচয় প্রদানের নির্লজ্জ ভীতিপ্রদ হুঙ্কার:

ঘরে বসি নেমক খাও কিছু নাহি তার।
আজি যে জানিব ভাই চাতুরী তোমার॥
স্ত্রী-পুত্রের দয়া থাকে প্রাণে থাকে ডর।
সবে মিলি কর ঘর লোহার বাসর॥[৮৪]

সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকনীতি সতীদাহ প্রথা প্রচলিত বলেই নবযৌবনা পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ সতীত্বরক্ষায় উদ্বিগ্ন শ্বশুর বেহুলাকে স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় সহমরণের নির্দেশ দেয়:

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর আছে কি সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥[৮৫]

ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত-পুরুষস্বার্থসমুন্নত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দীর্ঘদিন একাকিনী বিচরণকারিনী নারীর সতীত্ব সম্পর্কে সংশয়িত। সতীত্বের প্রমাণ ব্যতীত এহেন নারীর সমাজে গ্রহণ অপ্রচলিত একথা

স্থিরনিশ্চিত জেনেই, বেহুলার চারিত্রগুণ সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েও তাকে বর্জনের পরিবর্তে সতীত্বের মহিমাবর্ধনকারী অসংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে কৃতজ্ঞ শ্বশুর বধূকে গৃহে পুনরাগমনের আমন্ত্রণই জানিয়েছে :

ধনঞ্জয় নাম সাধু জাতির প্রধান।
যোড় হস্তে কহে সে চান্দর বিদ্যমান॥

০ ০ ০

একেশ্বরী গেল বেহুলা নাহিক দোসর।
আপনি, সকল জান মহাসদাগর।
নানা দুষ্ট লোক আছে সমুদ্রের জল।
দুষ্টে লাগ পাইয়া কিনা করিয়াছে বল॥
পুনর্ব্বার বলে চান্দ কর অবধান।
বধূরে পরীক্ষা দিব সবা বিদ্যমান॥
বেহুলা হইতে মোর সকল উদ্ধার॥
হেন বধূ বর্জ্জিলে হয় কুৎসিত আচার॥[৮৬]

কাহিনীশেষে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মনসার বিজয় হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে কাহিনীর উপসংহারে দৈবনির্ভর সমাজের কবি চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসার পূজা করিয়েছেন। কিন্তু এ-পূজার মাধ্যমে চাঁদ সদাগরের পরাজয় তো নই, বরং তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জয় সমুচ্চস্বরে ঘোষিত হয়েছে। অন্যদিকে যে কোন শর্তে, শুধুমাত্র চাঁদ সদাগরের পূজা পেতে গিয়ে মনসার চারিত্রদৈন্য সীমাহীন-ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে; চাঁদ সদাগরের পূজালাভের জন্য চরম কাঙাল-পনায় মনসা চরিত্রের পরম পরাজয় সূচিত হয়েছে।

প্রথমেই চাঁদ সদাগর শর্ত দিয়েছে জলের চৌদ্দ ডিঙ্গা যদি স্থলে হেঁটে ঘরে আসে তবে সে মনসাকে প্রত্যক্ষ জেনে পূজা করবে :

চাঁদ বাণ্যা বলে আমি তবে পূজি তায়।
শুকানেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা যদি ঘরে যায়॥
তবে সে পূজিব আমি মনসার বারি॥
তবে সে জানিব প্রত্যক্ষ বিষহরি॥[৮৭]

উপস্থিত সবাই চাঁদ সদাগরের এই অবাস্তব-অসম্ভব কামনায় হতবাক হয়েছে :

সর্ব্বলোক বলে সাধু তুমি হে পাগল।
তরণী সরণী নহে যদি হীনজল।[৮৮]

কিন্তু পূজাভিলাষী মনসা চাঁদ সদাগরের এই অবাস্তব-অসম্ভব কামনা পূর্ণ করেছে।

চাঁদ সদাগর জানিয়েছে সে ডান হাত দিয়ে ত্রিশ কোটী দেবতা তথা হর-ভবানীর পূজা করে; ডান হাত দিয়ে মনসার মত অনার্য দেবীর পূজা করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মনসা যদি রাজী হয় তবে সে বাঁ হাত দিয়ে মনসাকে ফুল দেবে এবং পশ্চাৎমুখী হয়ে প্রণাম করবে (কিন্তু এভাবেও সে তখনই মনসাকে পূজা করতে রাজী যদি তার ইষ্টদেবী দুর্গা ও মনসাকে এক ও অভিন্ন হিসেবে দেখতে পায়) :

দক্ষিণ হস্তে পূজি আমি ত্রিশ কোটী দেবা।
বাম হস্তে দিব পুষ্প মার্গে দিব সেবা।।
পদ্মা দুর্গা সম দেখি নয়নগোচর।
তবে সে পূজিব পদ্মা বলিল সত্বর।।[৮৯]

এখানেই শেষ নয়। তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার জন্য মনসার মাথার ওপর নিজ মহিমা সম্বলিত চাঁদোয়া টানিয়ে রেখে তবেই চাঁদ সদাগর মনসা পূজা করতে রাজী হয়েছে; মনসা তার এহেন প্রস্তাবেও সম্মত হয়েছে :

তোমরা জিজ্ঞাস গিয়া দেবী মনসারে।
মোর নামে এক বস্ত্র থাকে তান শিরে।।
নহে দেশেত পদ্মা যতিকা ফিরিয়া।
আর না বলয়ে যেন পূজিমু করিয়া।।

o　o　o

সাত পাঁচ ভাবি পদ্মা বলিলা উত্তর।
চান্দোয়া টানাইয়া পূজা করুক সদাগর।।[৯০]

তাই, চাঁদ সদাগরের যদি কোথাও পরাজয় ঘটে থাকে, তা তার নিজের হৃদয়বৃত্তির কাছে। পিতা চাঁদ সদাগর—শ্বশুর চাঁদ সদাগর—স্বামী চাঁদ সদাগর সর্বোপরি হৃদয়বান পুরুষ চাঁদ সদাগর প্রিয়জনের হৃদয়ের আর্তিতে কাতর না হয়ে পারেনি। তার সংবেদনশীল হৃদয় অগণিত আত্মীয়বর্গের পেয়ে-হারানোর বেদনা নিজ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে; তাদের রক্তাক্ত হৃদয়ের করুণ আর্তনাদকে উপেক্ষা করতে পারেনি; সর্বোপরি বেহুলার এত বড় প্রচেষ্টাকে সে ব্যর্থ করে দিতে পারেনি। তাই সে মনসার পূজা করেছে; নিজের আদর্শনিষ্ঠা বা আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দারের মন্তব্যটি উল্লেখ্য: "কিন্তু পদ্মাপুরাণে দেখতে পাই, এই প্রভাব শুধুমাত্র স্বতন্ত্রভাবে পরিবারের সীমানায়ই আবদ্ধ নয়, তা সমাজের সর্বস্তরে সমস্ত গন্ডীর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মাকে স্বীকার না করা এবং তার পূজায় সম্মত না হওয়ায় চাঁদ সদাগরের জীবনে যে সর্বনাশা দুর্যোগ নেমে এসেছে, পদ্মাকে স্বীকার করে সে দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য:

ব্রাহ্মণে হাতে ধরে সুদ্রে ধরে পায়।
পাত্রগণ চান্দের আগে কহিয়া বোজায়॥
একদিন পূজ সাধু জয় বিষহরি।
ধনে পুত্রে ঘরে নেহ চম্পক অধিকারী॥
প্রজাগণের বচনে সুনিআ চন্দ্রধর।
গদগদ করি বোলে প্রজার গোচর॥
পদ্মা পূজিবারে জেন চান্দ সদাগরে।
চিত্তে সাত পাচ করে মুখে নাহি সরে॥
(নারায়ণদেবের গ্রন্থ)

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পদ্মাপূজার আবেদনটা এখানে ব্যাপক এবং সামাজিক। এবং অনেকটা এই সামাজিক দাবীর সমবেত আবেদনের প্রভাবেই চাঁদ সদাগর পদ্মাপূজার সম্মতি দান করেছে। উপরন্তু বিপুলার প্রভাব তো আছেই। সমাজের সর্বাংশ যে দেবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে, সমাজের বিধায়কের পক্ষে তখন সেই শক্তিকে স্বীকার না করার পক্ষে আর কোন যুক্তি বা অর্থে থাকে না।"[৭১]

তথ্যনির্দেশ

১ অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা ৭২

২ History of Bengal vol. II, Published by the University of Dacca. Page 102

৩ সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর। পৃষ্ঠা ৫৬

৪ বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যভাগবত, ষষ্ঠ অধ্যায়।

৫ গোপাল হালদার, বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃষ্ঠা ৬৩

৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১

৭ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ১১৪

৮ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১১৫

৯ নারায়নদেব ও জানকীনাথ, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, প্রকাশক দিলীপ রায়, ঢাকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৯

১০ বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ৯৪

১১ নারায়ণদেব ও জানকীনাথ, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১১৩

১২ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪

১৩ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৪

১৪ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭

১৫ নারায়ণদেব ও জানকীনাথ, পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭

১৬ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১১৯

১৭ জগজ্জীবন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২০

১৮ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১২০-১২১

১৯ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১২০

২০ জগজ্জীবন, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১২০

২১ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৮৬

২২ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৮৬
২৩ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪
২৪ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৫
২৫ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৫
২৬ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৫
২৭ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, ফনীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত পৃষ্ঠা ৮৭
২৮ নারায়ণ দেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২২৫
২৯ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল পৃষ্ঠা ১৪৩
৩০ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২৩০-২৩১
৩১ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৪৬
৩২ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮
৩৩ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪২
৩৪ রাধানাথ রায়চৌধুরী, পদ্মাপুরাণ (মনসামঙ্গল) নূতন সংস্করণ, পৃ.১৩
৩৫ নারায়ণ দেব ও জানকীনাথ, পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, পৃষ্ঠা, ১৬১ ১৬২
৩৬ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬২
৩৭ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৪৮-২৪৯
৩৮ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৫৩
৩৯ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৫০
৪০ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২০৯, ২১০
৪১ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২০৮
৪২ নারায়ণদেব, পদ্মপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৫৫
৪৩ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫২
৪৪ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৮
৪৫ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৬০
৪৬ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২০১

৪৭ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১১২

৪৮ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৩

৪৯ নারায়ণদেব, পদ্মপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৮০

৫০ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৮০

৫১ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১০৪

৫২ বিপ্রদাস, মনসা বিজয়, সুকুমার সেন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৭৪

৫৩ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১১৫

৫৪ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৯৭

৫৫ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১১৬

৫৬ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১১৬

৫৭ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৫৫

৫৮ বিপ্রদাস, মনসাবিজয়, পৃষ্ঠা ১৭৫

৫৯ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৩১

৬০ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০৮

৬১ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১

৬২ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২০৮

৬৩ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১০৩

৬৪ পূর্বোক্ত

৬৫ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২০৯

৬৬ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১০৯

৬৭ জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৪

৬৮ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২৪৫

৬৯ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৬৬

৭০ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২৪৫

৭১ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৬৫

৭২ R. Tirth, C. P. cit. Pp 22-3 Quoted T. B. Boltomore in Sociology, A guide to problems and literature P. 110

৭৩ পরিমলভূষণ কর, সমাজতত্ত্ব, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭৪, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ৩য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৮৮

৭৪ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৯৬

৭৫ বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ৬৪

৭৬ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৮

৭৭ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫

৭৮ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৬১

৭৯ বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৯৩

৮০ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৩৫

৮১ বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ৯৪

৮২ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪

৮৩ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৭

৮৪ বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৭৪

৮৫ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯

৮৬ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৭

৮৭ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ৩২২

৮৮ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২

৮৯ বিজয় গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২৪৫

৯০ ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৬৭

৯১ অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা ২২৪